বাংলা বিভাগ অ্যালামনাই

রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়

২য় সম্মিলন-২০১৮

দ্বিতীয় সম্মিলন ও বার্ষিক সাধারণ সভার কার্যবিবরণী ও সিদ্ধান্ত সমূহ:

গত ০৮ ও ৯ মার্চ,২০১৮ বাংলা বিভাগ অ্যালামনাই রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ে ২য় সম্মিলন অনুষ্ঠিত হয়। এ উপলক্ষে ব্যাপক অনুষ্ঠানমালা ও কর্মসূচি গ্রহণ করা হয়। এ কর্মসূচির অংশ হিসেবে আগের দিন ৭ মার্চ বেলা ১২টা থেকে রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের ১৫০ নং কক্ষে মধ্যরাত পর্যন্ত সম্মিলন সামগ্রী প্রদান ও বিকেল বেলা রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের সাবাস বাংলাদেশ মাঠে অ্যালামনাস বনাম বর্তমান শিক্ষার্থীদের মধ্যে টি-টেন প্রীতি ক্রিকেট ম্যাচ অনুষ্ঠিত হয়। সন্ধ্যার পর পর আলোকসজ্জা উদ্বোধন, ফানুস উড়ানো ও আতসবাজির আয়োজন করা হয়। ক্রিকেট ম্যাচ, ফানুস উড়ানো ও আতসবাজি সকলে আনন্দসহকারে উপভোগ করে।

৮ মার্চ বৃহস্পতিবার সকাল ৯.০০ টায় জাতীয় সংগীত পরিবেশনের সাথে সাথে জাতীয় পতাকা উত্তোলনের পর অ্যালামনাই সংগীত পরিবেশন ও পায়রা উড়িয়ে সম্মিলনের আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন হয়। এর পর শুরু হয় আনন্দ শোভাযাত্রা। এ শোভাযাত্রা শহীদুল্লাহ কলাভবন থেকে শুরু করে মমতাজউদ্দীন কলাভবন হয়ে মন্নুজান-রোকেয়া হলের পাশ দিয়ে প্রথম, দ্বিতীয় বিজ্ঞান ভবন পাড়ি দিয়ে কেন্দ্রীয় শহিদ মিনার ও শহিদ জোহার সমাধিতে শ্রদ্ধা নিবেদন শেষে শহীদুল্লাহ কলাভবনে এসে শেষ হয়। এরপর শহীদুল্লাহ কলাভবনের ১৫০ নম্বর কক্ষ সম্মুখস্থ চত্বরে ব্যাচে ব্যাচে, বন্ধু-বান্ধবীতে, অগ্রজে-অনুজে দেড় ঘণ্টার আনন্দ আড্ডা অনুষ্ঠিত হয়।

মমতাজউদ্দিন কলাভবন চত্বরে সম্মিলনের উদ্বোধক বিশিষ্ট লোকবিজ্ঞানী রাবির সাবেক মাননীয় উপাচার্য প্রফেসর ড. আবদুল খালেক সম্মিলন উদ্বোধন করেন। উদ্বোধন অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি ছিলেন মাননীয় উপাচার্য প্রফেসর ড. এম আব্দুস সোবহান ও বিশেষ অতিথি ছিলেন মাননীয় উপ-উপচার্য প্রফেসর ড. আনন্দ কুমার সাহা।

সম্মিলনে বাংলা বিভাগ অ্যালামনাই পুরষ্কার পদক ও মেধাবৃত্তি প্রদান করা হয়, যা রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ে আলোড়ন সৃষ্টি করেছে। এবার নির্বাচক কমিটির সর্বসম্মত দিদ্ধান্ত অনুয়ায়ী এ বছরের প্রফেসর মযহারুল ইসলাম কলাবিদ পুরষ্কারে ভূষিত হয়েছেন ড. আসাদুজ্জামান মরণোত্তর। প্রফেসর ড. আবদুল খালেক মোল্লাহ এবাদত হোসেন গবেষণা সাহিত্য স্মৃতি পদক সম্মাননায় ভূষিত হয়েছেন। এ উভয় স্মৃতি পুরস্কারের আর্থিক মূল্য ২৫,০০০ টাকা, সাথে ক্রেষ্ট, সার্টিফিকেট ও উত্তরীয়। এছাড়া কবি মোশতাক দাউদী লিটল ম্যাগাজিন পুরস্কার পেয়েছেন মো: আবুল বাশার, নাট্য বিষয়ে কৃতিত্বের জন্য নাট্যশিল্পী আজিজুর রহমান স্মৃতি পুরস্কার পেয়েছেন মো: খালিদ হাসান মিলু। কবিতা গল্পসহ সৃজনশীল লেখালেখির জন্য শাহিদা পারভীন স্মৃতি পদক পেয়েছেন শাহরিয়ার শামীম, গ্রন্থপ্রেমী হাজী মোহাম্মদ আবু বাকার স্মৃতি পুরষ্কার পেয়েছেন মোছা: সেতু খাতুন। এছাড়া বাংলা বিভাগ অ্যালামনাইয়ের মেধাবৃত্তি প্রদানের নীতিমালা অনুয়ায়ী এ বছরের স্নাতক (সম্মান)

পরীক্ষায় ১ম,২য় ও ৩য় স্থান অধিকার করার জন্য পুরষ্কার পেয়েছেন মঞ্জু রাণী দাস, শারমিন সুলতানা, পপি বিশ্বাস, চৈতি রাণী সাহা ও তানজিনা আফরিন।

মধ্যাহ্নভোজের বিরতির পর সাধারণ সম্পাদকের প্রতিবেদন পেশ করেন প্রফেসর পি এম সফিকুল ইসলাম। সাধারণ সভায় উপস্থিত অনেক সদস্য এ প্রতিবেদনে আলোচনা করেন। আলোচনা পর্যালোচনা শেষে কিছু সংযোজন বিয়োজনের মাধ্যমে প্রতিবেদনটি গৃহীত হয়। এ ব্যপারে কোন সংশোধনী প্রস্তাব উত্থাপিত হয়নি। এরপর কোষাধ্যক্ষের আর্থিক প্রতিবেদন পেশ করেন প্রফেসর খন্দকার ফরহাদ হোসেন। কোন প্রকার আপত্তি ও সংশোধণী ছাড়া প্রতিবেদনটি সাদরে গৃহীত হয়।

এরপর অ্যালামনাইয়ের বর্তমান কার্যক্রম ও ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা নিয়ে সদস্যরা মুক্ত আলোচনায় অংশ নেন। প্রাণবন্ত আলোচনা অনুষ্ঠিত হয়। সকলে অ্যালামনাইয়ের এ পর্যন্ত সার্বিক কার্যক্রম এবং অগ্রগতির জন্য নেতৃত্বের উচ্ছসিত প্রসংশা করেন। ভবিষ্যৎ পরিকল্পনার ব্যাপারে অনেকে বিভিন্ন মতামত তুলে ধরেন। উত্থাপিত বিষয়ে পরে নির্বাহী কমিটিতে আলাচনার সিদ্ধান্ত হয়।

শোক প্রস্তাব গ্রহণ: মার্চ মাসে অনুষ্ঠিত এ সম্মিলনে মহান মুক্তিযুদ্ধের শহীদদের স্মরণে শোক প্রস্তাব গ্রহণ করা হয়। এ ছাড়া গঠনতন্ত্র অনুযায়ী মৃত্যু বরণকারী গত বছর মিসেস শাহিদা পারভীন এবং দীপক রঞ্জন চৌধুরীসহ অন্যদের স্মৃতির প্রতি শ্রদ্ধা প্রদর্শনসহ ও শোক প্রস্তাব গ্রহণ করা হয়।

গঠনতন্ত্র সংশোধনী

কার্যনির্বাহী পরিষদের দ্বাদশ সভার সিদ্ধান্ত অনুযায়ী কার্যনির্বাহী পরিষদের সহ-সভাপতি জনাব মাহমুদ হাসান আনীত সংশোধনী প্রস্তাবসমূহ সাধারণ সভায় উপস্থাপন করা হয়। সংশোধনীসমূহ নিম্নরুপঃ

২-ক-এর মনোগ্রামের পর বাক্যটি নিম্নরূপভাবে লিখিত হবে মর্মে একটি সংশোধনী প্রস্তাব আনা হয়।

২.ক) উত্থাপিত সংশোধীতে জনাব সাঈদ আনাম আজীবন সদস্য (১১২) কয়েকটি বিষয় সংযোজনের জন্য প্রস্তাব করেন। জনাব সাইদ আনামের প্রস্তাব অনুযায়ী সংশোধনীটি সভায় সর্বসম্মতিক্রমে নিম্নরুপ ভাবে গৃহীত হয়। এতে সংগঠনের মনোগ্রাম হবে বৃত্তাকার। দুটি বৃত্তের মধ্যে ছোট বৃত্তের মাঝখানে জলছাপে বাংলা বর্ণ ‘ব’ অঙ্কিত থাকবে। ব-বর্ণটিতে ব্যবহৃত কাঠামোটির অভ্যন্তর ভাগ বাংলা আধুনিক প্রাচীন বর্ণমালা দ্বারা পূরণ করা হবে। ছোট বৃত্তের বাইরে অপেক্ষাকৃত বড় বৃত্তের ভেতর সংগঠনের নাম থাকবে। বৃত্তের ওপরের অংশে ‘বাংলা বিভাগ অ্যালামনাই’ এবং বৃত্তের নিচের অংশে রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় লেখা থাকবে। বৃত্তের বাম ও ডান দিকে দুটি হস্তলিপির যতিচিহ্ন থাকবে। এছাড়া রংয়ের ব্যবহার হবে তিনটি লাল, সবুজ ও কালো।

২.খ) হিসেবে একটি নতুন উপধারা নিম্নরূপভাবে সংযোজনের প্রস্তাব করা হয়

২.খ) গঠনতন্ত্রঃ সংগঠনের কার্যক্রম পরিচালন এবং শৃঙখলা রক্ষায় একটি পূর্ণাঙ্গ গঠনতন্ত্র থাকবে, যা বাংলা ভাষায় লিখিত হবে।

৪.ঘ এর অলাভজনক শব্দটির পূর্বে অরাজনৈতিক শব্দটি সংযোজিত হবে।

৪.ঙ-এর অফেরতযোগ্য ‘মূল্যের’ স্থলে ‘জামানত’ প্রতিস্থাপিত হবে।

৪-ঙ-এর ২ সভাপতি ও সাধারণ সম্পাদক পদের জন্য-এর পরে ২৫,০০০ টাকার স্থলে ১৫,০০০ বিভাগীয় সম্পাদক ও বিভাগীয় সহকারী সম্পাদক পদের জন্য-এর পরে ১০,০০০ এর স্থলে ৫,০০০ সদস্য পদের জন্য-এর পরে ৫,০০০ এর স্থলে ৩,০০০ প্রতিস্থাপিত হবে যা ২০২০ সাল থেকে কার্যকর হবে।

ঙ)২) ১৫,০০০.০০ (পনের), ৫০০০.০০ (পাচঁ), ৩০০০.০০ (তিন হাজার)

৬(চ)১৮)৬ অনির্বাচিত শব্দটির স্থলে 'আসীন' হবে এবং তা শূন্য থাকবে' স্থলে নিম্নরূপ বাক্য সংযোজিত হবে।

'সেক্ষেত্রে বাংলা বিভাগের চেয়ারম্যান বিভাগের অধ্যাপকমন্ডলী থেকে একজনকে শূন্য পদে মনোনীত করবেন এবং মনোনীত সহ-সভাপতির নাম কার্যনির্বাহী পরিষদে অনুমোদন করাতে হবে।

৬. ছ. ২) কার্যনির্বাহী পরিষদের সভাপতি, সাধারণ সম্পাদকসহ যেকোন বিভাগীয় সম্পাদক ও সহ সম্পাদকের একই পদে পরপর দুইবার নির্বাচিত হলে পরবর্তী নির্বাচনে ওইপদে তিনি প্রার্থী হতে পারবেন না। তবে অন্যবছর নির্বাচনে বাধা নেই। এক মেয়াদ বিরতি দিয়ে তিনি সংশ্লিষ্ট পদসহ বা যেকোন পদে নির্বাচন করতে পারবেন। কার্যনির্বাহী পরিষদের সদস্যপদে পরপর নির্বাচিত ব্যক্তি পরবর্তী নির্বাচনে একই পদে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করতে পারবেন।

৯. খ) ফার্মকে-এর পরে রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের বাণিজ্য অনুষদের হিসাব বিজ্ঞান বিভাগের যে কোন শিক্ষক টিমকে যাঁদের নিরীক্ষার এখতিয়ার রয়েছে' যুক্ত হবে এবং একই প্রতিষ্ঠানকে পর/ টিমকে যুক্ত হবে।

৯.খ.২) প্রয়োজনে অভ্যন্তরীন নিরীক্ষক টিমের কোন সদস্যকে নিরীক্ষা টিমের সংযুক্ত করা যাবে।

১০-(১) এর কমেও-এর পরে সর্বনিম্ন ৭ সদস্য যুক্ত হবে।

১০.৪) ১০ এর ৪-এর দশহাজার টাকার স্থলে ৫,০০০, ৫,০০০ এর স্থলে ৩,০০০ টাকা প্রতিস্থাপিত হবে।

উপরিউল্লিখিত বাক্যবিণ্যাস অনুযায়ী সংশোধনীসমূহ (২(খ) থেকে ১০.৪ পর্যন্ত) সর্বসম্মত ভাবে গৃহীত হয়।

নিম্নরূপভাবে ১১.৭ যুক্ত হবে।

১১.৭) অ্যালামনাই সদস্যরা নিজের নামে, পিতা ও মাতা বা প্রয়াত সন্তানদের নামে এবং পরলোকগমনকারী সদস্যের পরিবারের সদস্যরা কমপক্ষে ১০,০০০.০০ (দশ হাজার) টাকা মূল্যমানের বার্ষিক পুরস্কার/অনুদান/মেধাবৃত্তি প্রবর্তন করতে পারবেন। বাংলা বিভাগ অ্যালামনাই নিজস্ব ব্যবস্থাপনা ও আয়োজনে সে সব পুরস্কার বিবেচনার জন্য নির্বাচন ও বিতরণ করবে। অ্যালামনাই প্রয়োজনে এ বিষয়ে বাংলা বিভাগের সহায়তা নিতে পারবে।

নতুন একটি ধারা নিম্নরূপভাবে সংযোজিত হবেঃ-

১৫. নিশ্চয়তা নির্দেশক ধারা (গ্যারান্টি ক্লজ):

গঠনতন্ত্রের অন্য কোথাও যাই উল্লেখ থাকুক না কেন এই নিশ্চয়তা নির্দেশক ধারা সবার ওপর প্রযোজ্য হবে।

(ক) সংগঠনের নাম ও মনোগ্রাম, লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য, সদস্যপদ নির্ধারণ ও অনুমোদন প্রক্রিয়া, স্থায়ী আমানত তহবিলে জমাকৃত সকল প্রকার সদস্যভূক্তির চাঁদার অর্থ সংগঠন পরিচালনা কাজে ব্যয় না করার

সিদ্ধান্ত, সদস্যপদ বাতিল ও স্থগিতকরণ পদ্ধতি, সভাপতি ও সাধারণ সম্পাদক নির্বাচন পদ্ধতি এবং আর্থিক প্রশাসন ব্যবস্থাপনা সম্পর্কিত কোন বিষয় পরিবর্তন পরিবর্ধন পরিবর্জন ও পরিমার্জন করতে হলে সে ক্ষেত্রে সভার কোরামের জন্য গঠনতন্ত্রের ৮-গ ধারা প্রযোজ্য বলে গণ্য হবে না। তখন সভার কোরামের জন্য অ্যালামনাইয়ের মোট সদস্যের সর্বমোট দুই-তৃতীয়াংশের সদস্যের উপস্থিতি বাধ্যতামূলক। এই সভায় কোন বিষয় সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষেত্রে উপস্থিত সদস্যদের তিন চতুর্থাংশের সমর্থন লাগবে তা না হলে গঠনতন্ত্রের সংযোজিত উপরিউল্লিখিত সকল ক্ষেত্রে কোনরূপ গঠনতন্ত্র সংশোধনী, পরিমার্জন, বিয়োজন বা সংযোজন করা যাবে না।

(খ) সদস্য চাঁদার স্থায়ী আমানতের মূল অর্থ উত্তোলনের ক্ষেত্রে এবং লাভজনক বিবেচনায় এক ব্যাংক থেকে অন্য ব্যাংকে বিনিয়োগের ক্ষেত্রে সিদ্ধান্ত গ্রহনের জন্য কার্যনির্বাহী পরিষদের সর্বমোট দুই তৃতীয়াংশ সদস্যের উপস্থিতিতে কার্যনির্বাহী পরিষদের সভার কোরাম হবে এবং মোট সদস্যের অর্ধেকের বেশি সদস্যের অর্থাৎ কমপক্ষে ২৬জন কার্যনির্বাহী পরিষদের সদস্যের লিখিত স্বাক্ষর সম্বলিত কাযবিবরণীর মাধ্যমে তা করা যাবে। কিন্তু কোনভাবেই সদস্য চাঁদার মূল অর্থ ব্যয় করা যাবেনা।

এরপর শুরু হয় স্মৃতিচারণ ও উন্মুক্ত সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান, কবিতা পাঠ, আবৃত্তি, নাচ, নাটক ইত্যাদি । প্রথম দিনের নির্ধারিত সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান। পরে নৈশভোজ।

৯ মার্চ শুক্রবার সম্মিলনের দ্বিতীয় দিন শহীদুল্লাহ কলাভবন চত্বর ও সম্মুখস্থ আমতলায় আনন্দ আড্ডা, অবস্থান ও আনন্দ বিচরণ, মুক্ত আলোচনা, আনন্দ-বেদনার, প্রেম ও প্রেমহীনতার কথোপকথন ও স্মৃতিচারণ অনুষ্ঠান বিভিন্ন ব্যাচ ভিত্তিক অনুষ্ঠিত হয়। এসময় সকলে পুরোনো স্মৃতি রোমন্থন করেন। তারপর শুরু হয় কার্যকরী অধিবেশন। নতুন কমিটির জন্য প্রার্থী মনোনয়ন এবং নির্বাচন কমিশনের কাছে গঠনতন্ত্র অনুযায়ী মনোনয়ন পত্রের জামানতের অর্থসহ ফরম জমা প্রদান কার্যক্রম । সভাপতি, সাধারণ সম্পাদকসহ মোট ৪১টি পদে ১টি করে মনোনয়ন পত্র জমা পড়ায় নির্বাচন কমিশন তাঁদের নির্বাচিত ঘোষনা করে। অন্য শূন্য পদগুলো নতুন কমিটি গঠনতন্ত্র অনুযায়ী পূরণ করবেন বলে তাঁরা মত দেন।

নির্বাচন পর্ব শেষ হওয়ার পরে মুক্ত আলোচনা ও মুক্ত পারফরমেন্স অনুষ্ঠিত হয়। এরপর দ্বিতীয় দিনের সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান, র‍্যাফেল ড্র,নৈশভোজ ও সম্মিলনের সমাপ্তি ঘোষণা করা হয়।

আপেল আবদুল্লাহ্
সভাপতি
বাংলা বিভাগ অ্যালামনাই

প্রফেসর ড. পি, এম, সফিকুল ইসলাম
সাধারণ সম্পাদক
বাংলা বিভাগ অ্যালামনাই